ধর্ম্মসভার অতীত সম্পাদক ৺ বাবু ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ।

১১৬৪ সালে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট নবাবের সেনা নিরাকরণ পূর্ব্বক পলাশীর প্রান্তরে জয়পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া বঙ্গরাজ্য আত্মসাৎ করত কলিকাতা নগরে রাজাসন স্থাপন পুরঃসর ক্রমশ সৌভাগ্য সহকারে কুচিৎ কৌশলে কুচিৎ সম্প্রহারে কুচিদুপকারে ভারত বর্ষীয় স্বাধীন রাজসমূহকে বশীভূত করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন, তদ্দৃষ্টে রাজশ্রী কমলা স্বভাবচঞ্চলা হইয়াও গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী হইয়া নিশ্চলারূপে নগরে অধিবাস করিতে লাগিলেন, তদবধি বাণিজ্য কার্য্যদ্বারা নগরের অঙ্গগৌরব রাজার যশঃসৌরভ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অল্পকাল মধ্যে কমলাকৃপাবশত নানা দিগ্‌দেশীয় ধনে জনে ও সুরপুর সদৃশ শোভমান শ্বেতাট্টালিকায় এবং রম্যারাম সরো দীর্ঘিকায় নগর পরিপূর্ণ হইল, এই কালে পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৺ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

ধনোপার্জ্জনাভিলাষে কলিকাতা নগরে সমাগত হইয়া প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় সদ্ব্যবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণ্য মান্য পূজ্য হইলেন।

উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগনার উক্তগ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহার জননের পূর্ব্বক্ষণে তজ্জনক কর্ত্তৃক জাতলগ্ন নির্ণয়ার্থ কশ্চিৎ বিপশ্চিৎ জ্যোতির্ব্বিদ্ আহূত হইয়াছিলেন জন্মগ্রহণ হইলে তিনি গণনা দ্বারা লগ্ন নির্ণয় করিয়া কহিয়াছিলেন যে জাত বালক বংশের কীর্ত্তিতিলক হইবেন কিন্তু যেপ্রকার ধীমান্ যশস্বান্ হইবেন সেপ্রকার ধনবান্ হইবেন না, অল্পকাল মধ্যে গণকের গণনা গণনায়কের বাক্যের ন্যায় গণনীয়া ও প্রত্যক্ষীভূতা হইতে লাগিল, তিনি শৈশবকালে শিশু প্রামাণিক হইয়া প্রিয়ভাষে ও শান্তস্বভাবে সর্ব্বথা জনক জননীর ও ভ্রাতৃ ভগিনীর সহক্রীড়ক বয়স্য বালকাবলির আনন্দপ্রদ হন, এইরূপে প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন করিলেন, তদনন্তর তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখানি বাটী ক্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভদিনে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সরল সরণি ছিলনা সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি স্বকৃত

সুকৃতি বশত স্বল্পকাল মধ্যেই সুকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল, বাণীকৃপায় তাঁহার বাণী এমত পবিত্রা ও শ্লেষ কাব্য মাধুর্য্য মিশ্রিতা হইয়াছিল যে তিনি কৌশল বক্তৃতা দ্বারা বিরসকে সরস, সক্রোধকে অক্রোধ, সশোককে অশোক, নির্দ্দয়কে সদয়, অপ্রফুল্লকে প্রফুল্ল, নিরুৎসাহকে সোৎসাহ, করিতেন। তাঁহার সদয় হৃদয় যদ্রূপ কারুণ্যরসে রসিক তদ্রূপ সুরসিকা রসনাও হাস্য রসোদ্দীপক মধুময় বাক্যে বন্ধুজনের তৃপ্তি জনিকা ছিল, তিনি পাত্রাপাত্র ভেদে অনুকূল বাক্য ও যুক্তি প্রয়োগে আবাল বৃদ্ধ যুবক জনের প্রিয়কর ও প্রিয়তর হন, তিনি উৎসাহ সত্ত্বে উপায় রাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়া পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় কর্ম্মাভিষিক্ত হন।

বিষয় কর্ম্মের বিবরণ।

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত ডকেট কোম্পানির কার্য্যালয়ে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পরিশ্রমে কার্য্য পারদর্শিতা ও কৃতজ্ঞতা গুণদ্বারা সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করত সদর মেটের কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহার একবৎসর অন্তর ঐ হৌসের মুৎসর্দ্দি হইলেন, এই রূপে কিয়ৎকালযাপন পরে শুভ কালের উদয়ে তাঁহার হৃদয়ে

দিগ্‌দর্শনের প্রবৃত্তি উদয় পাইল "স্বকর্ম্ম বশত মনুষ্যের মনে এইরূপ স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় যেমত দুগ্ধপোষ্য গোবৎস সহস্র ধেনুমধ্যে আপন মাতাকে চিনিয়া লয় সেইরূপ মনুষ্যের জন্মান্তরীয় শুভাশুভ কর্ম্ম সময়প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তৎকালে কার্য্যানুগতা মতিও কার্য্যানুসারিণী ও ফলসাধিনী হন, তাহা বিবিধ হেতুবাদে ও সুহৃদ্গণের প্রবোধে প্রতিরোধানুরোধে নিবারণ হইতে পারে না" অনন্তর তিনি পিত্রাদির প্রবোধোদয়ার্থ প্রচুরার্থ উপার্জনের প্রয়োজন জানাইয়া ১২২১ সালে সর উলিয়ম ক্যার সাহেবের সহিত পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন, গমন কালে ভাগীরথীর উভয়তটস্থ সমস্ত পুর পত্তন দেবালয় দেবখাতাদি দর্শন করেন (তত্তাবৎ বৃত্ত তীর্থবিবরণ প্রকরণে বর্ণিত হইবেক) পরে সাহেবের সহিত মিরাটে অবস্থিত হইয়া সময়ে২ তীর্থাদি ভ্রমণ করত মনস্থ করিলেন যে কিঞ্চিদর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমাদি যেসকল দুরস্থ দুর্গম তীর্থ আছে তাহা দর্শনে যাইবেন কিন্তু এক দিবস মিরাটের মধ্যে কস্যচিৎ তীর্থাশ্রমির নিকট পুরাণ শ্রবণ কালে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রকরণে জ্ঞাতা হইলেন যে পিতৃ মাতৃ সেবনে ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহির সর্ব্বতীর্থ দর্শনজাত সম্যক্ ফলোদয় হয়, পিতৃ সেবা বিমুখ ব্যক্তির অনিষ্ট ব্যতীত তীর্থ দর্শনে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না, এই পৌরাণিক উপদেশে পরিশেষে তাঁহার হৃদয়স্থা প্রগল্ভা আশা সংযতা হইল, পরে পঞ্চম

বৎসরে স্বধামে পুনরাগত হওত পিত্রাদির আনন্দ বর্দ্ধন হইলেন, অনন্তর সর উলিয়ম ক্যার সাহেব মিরাটহইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের মেজর জেনরলী পদাভিষিক্ত হইলে উক্ত মহাত্মা তাঁহার নিজের মুৎসর্দ্দি হন, কিয়ৎ কালান্তরে তাঁহার বিলাত গমন প্রযুক্ত কৌন্সেলী কেম্পটন সাহেবের বাটীতে কার্য্যাভিষিক্ত হইলেন, কালান্তরে ঐ সাহেব বোম্বাই গমন করাতে তিনি সর চারলস ডাইলি সাহেবের নিকট কলিকাতা পরমিটের দারোগাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য দ্বারা সরকার বাহাদুরের অনেকং লাভের সোপান দর্শন করাইলে সাহেব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রধান কলকিউলেটরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, কালক্রমে ঐ সাহেবের পাটনা গমন ও ক্যার সাহেবের বিলাত হইতে প্রত্যাগমন প্রযুক্ত পরমিটের কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত সাহেবের নিজকার্য্য করিতে লাগিলেন, তৎপরে দ্বিতীয়বার ঐ সাহেব বিলাতগামী হইলে তিনি বিশাপ মিডিলটন সাহেবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, পরে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস সর হেনিরি ব্লাশেট সাহেবের নিজের মুৎসর্দ্দি হইলেন, একদিবস লার্ড বিশাপ হিবর সাহেব তাঁহার কার্য্য দক্ষতা নির্লোভিতা সত্যবাদিতাদি সদ্গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আহ্বান পূর্ব্বক নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, এবম্প্রকারে কিছুকাল গতহইলে সর ক্রাইষ্টকর পুলর সাহেব চিফ জুষ্টিসীপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রসঙ্গায়ত্ত

তাঁহার গুণানুরাগ শ্রবণে গুণগ্রাহী সাহেব লার্ড বিশাপ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত নিজ কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কিয়ৎ কালের জন্য উভয় স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়া ছিল, কএক মাস পরে চিফ জুষ্টিস সাহেব লোকান্তরিত হইলে তিনি কেবল লার্ড বিশাপের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, ঐ কালে উক্ত সাহেব বিশাপ্স কালেজ নামক বৃহদ্বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তদধ্যক্ষতা পদে তাঁহাকে অভি ষিক্ত করিলেন, কতক কাল ঐ কার্য্য করিয়া পরে শোলা দানার নিমক এজন্ট মেং জিনিং সাহেবের অধীনে শোলা দানার মধ্য ডিবিজনের সিরিস্তাদারী পদে নিযুক্ত হন, কাল ক্রমে তথাকার বায়ুবারি তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্যকারি না হও য়াতে তিনি বাটী আইসেন, পরে ঐ কাছারি এবালিস হইলে কিছু কালের জন্য হুগলির কালেক্টরী খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর ইংলিসম্যান পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক মেং ইস্টাকুইলর সাহেব তাঁহাকে নিজ আফিসের অধ্যক্ষকত্ব পদে নিযোজন করেন, কএক বৎসর পরে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া টেক্স আফিসের দেও য়ানী পদে অভিষিক্ত হন,তদনন্তর মিং হিকি বেলি কোম্পা নির বানিজ্যালয়ে প্রধান পদস্থ হইয়া কার্য্য করিতেং অকস্মাৎ তাঁহার জীবন ও কার্য্যালয় সম কালেই কাল কর্ত্তৃক অবকলিত হয়। তিনি যেং স্থানে কার্য্য করিয়া

ছিলেন তাহার প্রত্যেক স্থানীয় কর্ত্তাদিগের স্বাক্ষরিত প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা প্রকাশ হইবেক যে উক্ত তাবৎ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্যং প্রধানং স্থানেও বিষয় কর্ম্ম ছিল। তিনি অন্যায়াবলম্বনে কখন কোন স্থানে ধনার্জনের যত্ন করেন নাই, ন্যায়ার্জ্জিত বিভবে সর্ব্বদা সুস ন্তোষ থাকিতেন, তন্নিকট অন্যং প্রচুর ধনোপার্জনের এবং অধিক সুখ সম্ভোগের কথা কহিলে তিনি হাস্য করিয়া কহিতেন যে "সুখের কারণ ধন নহে কেবল নির্ব্বিকল্প মনো মাত্র, শান্তচিত্ত লোকেরা সন্তোষামৃত পানে যেরূপ তৃপ্ত ও সুখী হইয়া থাকেন সে রূপ ধনলুব্ধ চঞ্চলমনা মনুষ্যেরা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও হইতে পারেননা যেহেতু আশার পার নাই" এই কথা কহিয়া মৌনী হইতেন ইতি।

তীর্থ যাত্রা বিবরণ।

প্রশংসিত মহাশয় সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দিগ্ দর্শনেচ্ছু হইয়া ১২২১ সালে প্রথমবার দিগ্ভ্রমণে যাত্রা করেন, গমন কালে গঙ্গার উভয় তটস্থ সমস্ত দেবালয় ঋষ্যালয় দেখিতেং রাজমহালে উপস্থিত হইয়া মেং ক্যার সাহেবের স্থানে কয়েক জন রক্ষক লইয়া বিন্ধ্যাচলে নানাস্থলে পর্য্যটন করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বতনী মগধরাজের রাজধানী মুঙ্গেরের নিকট রামকুণ্ড সীতাকুণ্ডের শীতোষ্ণ জলে স্নানাবগাহন করিলেন, পরে মুঙ্গের হইতে যানারো

হলে ত্রিলোকজননী সীতাজনক জনক রাজর্ষির রাজধানী মিথিলায় গমন করিয়া তত্রস্থ সমস্ত দেবাগার ও দেবাদি দেব মহাদেবের ভগ্ন কার্ম্মুক দর্শনে প্রফুল্ল মনে পাটনায় প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করত পথিমধ্যে শালগ্রাম শিলাগর্ভা গণ্ডকী সলিলে কৃতস্নাত হইয়া কহল গ্রামের অদূরে গঙ্গা গর্ভে উন্নত পবিত্র বারি প্রবাহ নিত্য ধৌত শিখরাগ্রে শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথাখ্য শিব সন্দর্শন পূর্ব্বক পাটনায় উপস্থিত হইয়া ধানগ্রামীয় পর্ব্বত প্রভৃতি নানা স্থানীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। কথিত আছে দ্বাপরযুগের রাজচক্রবর্ত্তি জরাসন্ধের কারাগার উক্ত পর্ব্বতের উপত্যকায় ছিল অদ্যাপি ঐ স্থানে প্রাচীন ভগ্নাট্টালিকার নানা চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃ বর্ত্তমানে গয়া গমনের সার্থকতা বিরহ প্রযুক্ত তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া শোণাখ্য নদে স্নানাবগাহন করত আনন্দকানন কাশীধাম গমন পূর্ব্বক উত্তর বাহিনী সুরদীর্ঘিকা মনিকর্নিকা নীরে শুদ্ধচিত্তে সুস্নাত হইয়া কারুণ্যনিধান বিশ্বনিদান নির্ব্বাণপ্রদ ভগবান বিশ্বেশ্বর পূজা সমাধান পূর্ব্বক বিশ্বাদ্যা বিশ্ববন্দ্যা বিশ্বজননী ভবানী অন্নপূর্ণার পূজা দ্বারা অভীষ্ট পূর্ণ করত পঞ্চক্রোশ মুক্তি ক্ষেত্রের দেবালয় দেবনিচয় দর্শন পুরঃসর তীর্থ বিহিত নিয়মাচারে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া মৃজাপুর গমন করিলেন, তথায় বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মোক্ষপ্রদ পাদ পঙ্কজে মনোমধুপ নিবেশ করাইয়া ভক্তি মকরন্দ পানে তৃপ্ত

চেতা হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে যাত্রা করিলেন, তথায় ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান দান শিরোমুণ্ডন দ্বারা নির্ধূতপাপ হওত বেণী মাধব অক্ষয়বট দর্শন পূর্ব্বক মিরাট যাত্রা করেন, তথায় কিয়ৎকাল অধিষ্ঠিত হইয়া পরে মুক্তিধাম মথুরা গমন করেন, তথা শ্রী বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, গোপেশ্বরাদি দেব দর্শন এবং কালিন্দীতরলতরঙ্গাবগাহিত শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্য গুণযুক্তানিল দোলায়িত কূণন নির্জ্জিত কোকিল কোকিলাবলি কুহুকল কলিত কেকিকেকা বিঘূষিত বিকসিত কুসুমাবলি গলিত মকরন্দ পানাকুল অলিকুল গুঞ্জরিত সৌরভামোদিত মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমণে, কোকিল বন, কাম্যবন, গোবর্দ্ধনাদি তীর্থ দর্শনে, এবং চতুরশীতি ক্রোশাবচ্ছিন্ন মথুরা মণ্ডল পরিক্রমণে পরম সুখানুভব করিলেন, তদনন্তর কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারে গঙ্গা স্নান করত আলমোরার পর্ব্বত পর্য্যটন পূর্ব্বক কেদারনাথে গমন করেন, এইরূপে প্রথমবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গৃহে আইসেন, অনন্তর ১২৩০ সালে স্বীয় পিতার গঙ্গা লাভ হইলে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সমাধান করিয়া দ্বিতীয় বার তীর্থ যাত্রা করেন তৎপ্রথমে গয়া গমন করত শ্রীশ্রীগদাধর পাদপদ্মে পিণ্ডদান পূর্ব্বক পাদ গয়া চন্দ্রনাথ গমন করত কামাখ্যা দর্শন করিয়া বাটী আইসেন, পরে ১২৫১ সালে তৃতীয়বার তীর্থযাত্রা কালে রথযাত্রা সময়ে পুরুষোত্তম

ক্ষেত্রে প্রয়াণ করত পথিমধ্যে যাজপুর নাভিগয়ায় পিণ্ড দান দ্বারা ত্রিগয়া সমাপন করিয়া পিতৃ ঋণ মোচিত হইয়া ভুবনেশ্বরে পুরুষোত্তমে এবং কোণার্কে তীর্থ বিহিত নিয়মে স্নান তর্পণ দেবালয় দেব দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে যেসকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা বিস্তার রূপে বর্ণিত হইলে একখানি বৃহদ্গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। তাঁহার পরোপকারিতা ও বিচক্ষণতার কথা কি কহিব যখন যে তীর্থে গমন করিয়াছেন তখন সে তীর্থের নিগূঢ় সন্ধান লইয়াছেন, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাণ্ডারা প্রতারণা দ্বারা লোকনাথাখ্য শিবের অন্ন ভোগ বাজারে শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগ বলিয়া বিক্রয় করিত এবং বহুকালাবধি সন্ধান না জানিয়া যাত্রিরাও তাহা ভোজন করিতেন কিন্তু শাস্ত্রে পুরুষোত্তম জগন্নাথের প্রসাদভিন্ন অন্য দেবতার অন্ন ভোগ ভক্ষণের বিধি নাই, তিনি চতুরতা দ্বারা ঐ কার্য্যের সন্ধান পাইয়া প্রথমত বিক্রেতাদিগকে নিষেধ করেন সে কথায় তাহারা মনোযোগ না করাতে পুরীর কালেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ প্রকার বুঝাইয়া রাজকীয় শাসন দ্বারা ঐ কুপ্রথা চিররহিতা করিলেন, এই ব্যাপারে ক্ষেত্রের রাজা স্বয়ং প্রতিবাদী হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এই বিষয় সাধারণের কিপ্রকার হিতকর তাহা সাধু লোকেরা বুঝিতে পারিবেন। অপর তিনি ক্ষেত্র গমন কালীন বহুতর নদীমধ্যে পারাবারকারি

তরিবাহকদিগের অত্যাচার দৃষ্টি করিয়াছিলেন প্রত্যাগমন কালে কটকের কমিস্যনর সাহেবকে তদ্বৈরাত্ম্য মূলক বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এমত আজ্ঞা পত্র অর্থাৎ পরবানা বাহির করাইলেন যে তদ্দ্বারা যাত্রিকেরা বিনা ক্লেশে বিনা ব্যয়ে নদী পার হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ইতি।

চরিত্র বর্ণন।

মান্য মহাশয় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশমবর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৺ কালীকিঙ্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিংশবর্ষ বয়সে প্রথম পুত্র শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন, ঐ স্ত্রীর সদ্গুণ সমূহে আকৃষ্টমনা সমস্ত পরিবার শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, যদ্যপি দৈহিক ধর্ম্ম বশত প্রণয়িনী ধর্ম্মপত্নীর প্রাণত্যাগ জনিত তাঁহার হৃদয়ে শোকানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা প্রকাশ্য লক্ষণে অবকাশ পায় নাই, সদসদ্বস্তু বিচার দ্বারা নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের অনিত্যতালোচনায় জ্ঞানবারি সেচনে তাহা নির্ব্বাণ করিয়া স্থিরচিত্ত হন, পরন্তু জনকের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয়

ধার বিবাহ করেন, তৎপত্নীগর্ব্ভে শ্রীযুত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নাম্নী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়। কথিত মহাশয় অতিসদাশয় ও নির্ম্মলাশয় ছিলেন দেব দ্বিজ পূজনে স্বধর্ম্ম যজনে তাঁহার নিশ্চলা মতি ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাধানান্তে তৈল গ্রহণ সময়ে সমাগত পরিচিতা পরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদায়িক জনগণের সহিত ইষ্ট মিষ্টালাপ করত স্নান তর্পণ দেব পূজনাদি নিত্য কর্ম্মাবসানে ভোজনোত্তর বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, অবকাশ মতে আত্মীয় সজ্জনের সহিত সদালাপ করিতেন, নিরালম্বে তাঁহার বৃথা কালযাপন হইত না, নিকটে জনশূন্য হইলে পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, প্রায় দিবসে নিদ্রা যাইতেন না, বিষয় কর্ম্মে আবৃত থাকিলেও নিকটে মনুষ্য আগত হইলে সমাদরের সহিত তৎসহ কিয়ৎকাল কথোপকথন করিতেন, অপরিচিত দীনজনেরা ও তাপিত লোকেরা তাঁহার প্রিয়ালাপে শীতল হইত, তিনি পণ্ডিতগণকে লইয়া মধ্যে২ শাস্ত্রীয়ালাপ করিতেন, এবং সর্ব্বথা অধ্যাপকগণের উপকারেচ্ছু ছিলেন, নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম দান দেবার্চ্চনাদিতে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল; আত্মীয় বান্ধবগণকে দেখিয়া দূরে হইতে প্রফুল্লবদনে প্রিয়বচনে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, পরোক্ষে প্রিয়জনের প্রশংসা করা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য ছিল, পরনিন্দা শ্রবণে অসহিষ্ণু ছিলেন, তন্নিকট

বা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট কেহ পরদূষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া যদ্বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ হইত তাহার গুণানুবাদে নিন্দককে নতশিরা করিতেন, তাঁহার এই গুণে কোন২ বিপক্ষও সপক্ষ হইয়াছিল, তিনি আত্মীয় সজ্জনের ও প্রতিবাসিগণের পীড়া সংবাদ পাইলে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীড়িতজনের ঔষধ পথ্য প্রদান বা প্রদানীয় উপদেশ দান করিতেন, বিপদাপন্ন মনুষ্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহার বিশিষ্ট হিতচেষ্টা করিতেন, কৃতকার্য্য হইলে ঈশ্বরের প্রতি সাধুবাদ পূর্ব্বক প্রফুল্ল হইতেন, তিনি দেবীমাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণে নিয়তানুরক্ত ছিলেন, অসাধ্য সাধনে উৎসুকতা ছিল না, যে বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইতেন তাহা প্রায় অসিদ্ধ হইত না, এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে স্বধর্ম্ম ও স্বভাষানুরাগী করিতে তাঁহার বিশেষ উদ্যোগ ছিল, ধর্ম্মদ্বেষি দেবনিন্দক নাস্তিকাদির সহিত তিনি আলাপও করিতেন না, তাঁহার বাক্‌পটুতা ও বক্তৃতাশক্তি এমত নিপুণা ছিল যে তিনি যেসভায় গমন করিতেন তত্রস্থ সভ্যেরা তাঁহার নব নব রস বিকসিত বাক্শ্লেষে আর্দ্রীভূত হইতেন, তজ্জন্য তিনি ভূরি২ সভায় সম্বক্তৃতা দ্বারা অগণ্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিদিন সায়ং সন্ধ্যার পর পুরাণ শ্রবণ পূর্ব্বক নগরীয় যাবদীয় সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পরে নিদ্রা যাইতেন ইতি।

কীৰ্ত্তি বিবরণ।

কথিত পুণ্যাত্মা ইংলণ্ডীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্রা যন্ত্রের ও সংবাদ পত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গ ভাষায় সংবাদ পত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা কোন২ ব্যক্তির সংসৃষ্টতায় প্রকাশ মানা করেন পরে অংশিগণের সহিত ধৰ্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ঐ পত্র পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক সমাচার চন্দ্রিকা পত্র প্রচার পুরঃসর নিজালয়ে এক ছাপাযন্ত্র স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশিরা কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে ন্যস্ত করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্তু ধৰ্ম্মপক্ষিকা চন্দ্রিকা মনোরঞ্জিকালিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে সমাদরণীয়া হওয়াতে একবর্ষ মধ্যে অন্যূন আট শত গুণগ্রাহক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, সুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গ রাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিতা হইয়া যায় পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় সুকোমল সাধু ভাষা বিন্যস্তা হওয়াতে বিদ্যানুরাগিগণের হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবৰ্ত্তনের মূলসূত্র বলিতে হয়; ইহা ভিন্ন ঐ পত্রে ধৰ্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কিপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান্

লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত রায় এতদ্দেশীয়া সাধ্বীদিগের সনাতন ধর্ম্ম সহগমন নিবারণো দ্যোগে স্বীয়াভিপ্রায় কৌমুদীপত্রে ব্যক্ত করাতে উক্ত মহা শয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জল্পিত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা ছিল যে যেকোন কথা কটুতারূপে লিখিতা হইলেও মাধুর্য্য রস রহিতা হইত না, এক২ সময়ে তাঁহার বাদ জল্প বিতণ্ডার প্রতি প্রতি পক্ষ রামমোহন রায় বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও তিরোভূত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন। তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান্ সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন। তদনন্তর ১২৩০ সালে কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থ বিকাশ করিলেন, তাহাতে নগরস্থ কুবর্ত্ম গামি ধনিগণের কুরীতি দুর্নীতি দোষ দর্শিত হয়। ১২৩৬ সালে অত্যুত্তম কাব্যরসযুক্ত পদ্যচ্ছন্দে দূতীবিলাসাখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, পরে গয়া গমন সময়ে তথায় যেং স্থানে যেসকল তীর্থাদি আছে তত্তাবদ্বিবরণযুক্ত গয়াপদ্ধতি নামক পুস্তক ১২৫০ সালে

রচনা করেন, ঐরূপ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করত বহুযত্নে তৎক্ষেত্রের বিবরণ ও রাজা যুধিষ্ঠিরাবধি বর্ত্তমান রাজা পর্য্যন্ত ঐ স্থানে কলিযুগে যেং রাজা হন এবং যাঁহারং অধিকারে যেং আশ্চর্য্য কার্য্য হয় তত্তাবৎ বৃত্তান্ত তত্রত্য মাদ্‌লা পাঁজি নামক ওড্রভাষার প্রাত্যহিকবিবরণ বহি হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পুস্তক গদ্য পদ্যে রচনা করেন, ঐ ব্যাপার উদ্ধার করিতে তাঁহার অধিক আকুঞ্চন করিতে হইয়াছিল, এই পুস্তক ১২৫১ সালে রচনা হইয়াছে। তিনি সটীক শ্রীভাগবতের ও সটীক মনুসংহিতার দুষ্প্রাপ্যতা নিরাকরণ কারণ বহুব্যয়ে পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত করেন। এতদ্দেশে অত্রিসংহিতা প্রভৃতি মূলস্মৃতির প্রচলন ছিলনা একারণ ঐ মহাত্মা দ্রাবিড়াদি নানাদেশ হইতে তাহার আদর্শ আনাইয়া ভাষ্যদ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক ঊনবিংশতি সংহিতা মুদ্রাঙ্কিতা করিয়া দেশের পরমোপকার করেন, তদনন্তর সটীক শ্রীভগবদ্গীতা ও সটীক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও হাস্যার্ণব নাটক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করাইয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ২৮ তত্ত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণরূপ মুদ্রিত করেন। ১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধর্ম্মরক্ষার্থ উক্ত মহাত্মার প্রযত্নে এই ধর্ম্মসভা স্থাপিতা হইয়া ইহার দ্বারা স্বদেশের যেং হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই,

যদিও এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য সতী সহগমন ধর্ম্ম নিবারণের আইন নিবারণ কুটিল কাল সহকারে না হউক তথাচ বিলাত হইতে অন্যং ধর্ম্ম বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্ত ন্যাস নিষেধে স্পষ্টাদেশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং কলনাইজ অর্থাৎ এতদ্দেশে বিদেশে ইংলণ্ডীয় সাধারণের প্রতিবাসিতারূপে বসবাস করণ যাহ এতদ্দেশীয়দিগের অতি ভয়ানক তাহার নিবারণ হইয়াছে, এই সভার দ্বারা ভ্রষ্টাচারি কুপথবিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু সন্তানেরদিগের মতগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া সনাতন ধর্ম্ম উজ্জ্বল আছে, নানাদেশীয় ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্ম বিষয়ে নির্যাতন প্রাপ্ত হইয়া এই সভাকে অবগত করিলে ইহার দ্বারা যথাসাধ্য কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে, এই মহাসভার শাখা সভা নানা প্রদেশে অর্থাৎ ঢাকা পাটনা দানাপুর আন্দুল প্রভৃতি স্থানেং স্থাপিতা হইয়া ধার্ম্মিক বর্গের ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে, সাধারণের অহিত ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই সভা রাজদ্বারে আবেদন দ্বারা হিতৈষিণী হইয়া থাকেন, পাদ্রি সাহেবেরা বিদ্যা দান ছলে হিন্দু বালককে যে ভ্রষ্টাচারী করিতে নিতান্ত যত্নবান্ তন্নিবারণ কারণ শীল্স ফ্রিকালেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান বংশ্য বালক বৃদ্ধাতুর বিধবাদি গ্রাসাচ্ছাদনে অবসন্ন হইলে এই সভাদ্বারা দানপত্রী হইয়া যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তিস্বরূপ বিত্ত পাইয়া থাকেন ইত্যাদি প্রকার দেশীয় নানা মঙ্গল

এই সভাদ্বারা হইয়া থাকে, এবম্ভূত ধর্ম্মসভার সৃষ্টিকর্ত্তা উক্ত মহাশয় তজ্জন্য ইহার সভ্যেরা এই সভার সম্পাদকত্ব পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন ইতি।

মৃত্যু বিবরণ।

উক্ত মহাত্মা বিবরণ চতুষ্টয়োক্ত প্রকারে ধর্ম্মার্থ কাম সম্ভোগে ৬০ বর্ষ যাপন করিলে গত ফাল্গুন মাসের প্রথমে প্রস্রাব বৃদ্ধি পীড়ার সঞ্চার হয়, সঞ্চার মাত্রেই তিনি সতর্ক হইয়া বৈদ্যক মতের উত্তম২ ঔষধ সেবন করত নিয়মাহারে থাকেন তদ্দ্বারা তাহার কিঞ্চিদুপশম হইয়াছিল, তাহার পর তিনি যে কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিতেন ঐ বাণিজ্যালয় বিপদাপন্ন প্রযুক্ত দুই দিবস কুঠী যাতায়াত করাতে মুখ শোষ রোগের আবির্ভাব হইলে বৈদ্যগণের ও বিচক্ষণ সকলের বিবেচনা হইল যে দৈহিক পরিশ্রম ও আন্তরিক চিন্তার বাহুল্যে ঐ পীড়ার সঞ্চার হইয়াছে, পরে ৭ ফাল্গুনে পুনর্ব্বার প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার অত্যন্ত মুখ ম্লান হয়, তাহাতে বন্ধুগণেরা ডাক্তর আনাইয়া চিকিৎসার প্রস্তাব করিলে তিনি নিবারণ করিলেন যেহেতু ঐকার্য্য তাঁহার মতের বিপরীত, তিনি যাবজ্জীবন ইংলণ্ডীয় কি যাবনিক ঔষধ সেবন করেন নাই. পরে ৮ ফাল্গুন ক্রমশ তাঁহার শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল ঐ দিবস তিনি মেং বেলি সাহেবকে স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা আপন আসন্নকাল প্রাপ্তির সংবাদ বিজ্ঞা

পন করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ঐ দিবস তাঁহার পরম বান্ধব শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করাতে তন্নিকট সংবাদ প্রদত্ত হয়, পরে মহারাজের আগমন হইলে তিনি আহ্লাদে আবিষ্ট হইয়া সবলের ন্যায় তাঁহার সহিত প্রায় দুই দণ্ড পর্য্যন্ত প্রিয়ালাপ করিলেন তৎকালে বহুদর্শী বিজ্ঞবর রাজা মহোদয় তাঁহার আসন্নকাল বুঝিতে পারিলেন না, ঐ দিবস সায়াহ্নে ডাক্তর ষ্ট্রাং সাহেব আগত হইয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া যান তিনিও নিকট মৃত্যুর অনুমান করিতে পারেন নাই, অনন্তর রাত্রি দশ দণ্ড সময়ে তিনি স্বেচ্ছাধীন তেতালা গৃহ হইতে পূজার দালানে আসিয়া শয়ন করিলেন, পরে রাত্রি দেড় প্রহরের পর পরিবার সকলের সান্ত্বনা করিয়া গঙ্গা দর্শনার্থ যাত্রা করেন ও গমন কালে পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নামোচ্চারণ করিতে২ তীরস্থ হইয়া ভাগীরথীর জলে হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বারম্বার মুক্তি প্রার্থনা করিয়া স্বহস্তে কিঞ্চিৎ জল পান করিলেন, অনন্তর বন্ধু বান্ধবগণের সহিত প্রিয়ালাপ করত রাত্রি দুই প্রহর সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বৈতরণী করিতে আজ্ঞা দেন, তদনন্তর রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর সময়ে আপনাকে মল্লিকের ঘাট হইতে নিমতলার নিকটস্থ করিতে কহেন, তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ পাঠাইতে কহিলেন, ৯ ফাল্গুন প্রাতে আত্মীয়গণ

আগমন করিতে লাগিলেন ঐ কালে তিনি ইষ্টমন্ত্র মননে নিমগ্ন হইয়া আত্মীয়গণের সহিত আকার ইঙ্গিতে হস্ত ভঙ্গীতে স্বকীয়াবস্থা জানাইলেন কিন্তু শক্তি সত্ত্বে ও বাক্য কহিলেন না, অনন্তর দিবা এক প্রহর সময়ে নারায়ণ ক্ষেত্রে মায়িক দেহ পরিহার পুর্ব্বক কৈবল্যধাম যাত্রা করিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে ভাবল্লোক হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং বন্ধুগণের হৃৎকম্প হইল, বিশেষত এই সাধু পুত্র বিয়োগে অচলা ধরিত্রীও অধৈর্য্যাপ্রায় উক্ত মহাত্মার চিতাগ্নি নির্ব্বাণ সময়ে বারদ্বয় কম্পিতা হয়েন, অতএব কথিত মহাশয়ের সংক্ষেপে উক্ত জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত বিবরণ সাধারণের হৃদয়ারূঢ় হইলে সুবিদিত হইবেক যে তিনি কিরূপ মনুষ্য ছিলেন অর্থাৎ " উৎপাদ্য নির্ম্মলং বংশং সংস্থাপ্য বিপুলং যশঃ। ভুক্ত্বা চ বিবিধান্ ভোগান্ মৃত্যুমাপ্নোতি পুণ্যবান্॥ ইত্যলং পল্লবিতেন।

পরন্তু তাঁহার মৃত্যু শোকে খিদ্যমান সম্বাদ ভাস্কর, সম্বাদ রসরাজ, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, সমাচার জ্ঞানদর্পণ, এবং রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ প্রভৃতি সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা তদ্গুণস্মরণ পুর্ব্বক যে সকল বৈক্লব্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ এই।

সম্বাদ ভাস্কর পত্রে প্রকাশিত।

পরিতাপিত হইয়া লিখিতে হইল চন্দ্রিকা সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত রবিবার বেলা নয় ঘণ্টাকালে ভাগীরথী তীর নীরে জ্ঞানপূর্ব্বক দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের ধর্ম্ম এবং ব্যবহার ও ক্ষমতা এবং পরিচয়াদির বিবরণ আমারদিগের লিখিতে হইবেক না, চন্দ্রিকার দ্বারাই তাহা ভুবনবিদিত হইয়াছে যদিও বিবিধ বিষয়ে তাঁহার স'হত আমারদিগের অনৈক্য ছিল তথাচ বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই গুণে আমরা শোকাকুল হইতেছি গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ শুদ্ধ গদ্য পদ্য লিখিতে এবং সংপ্রসঙ্গ কহিতে তাঁহার তুল্য ব্যক্তি আর দেখিতে পাই না, কোন বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে ভবানী বাবুর সহিত লিপি যুদ্ধে আমরা ভীত হইতাম, এবং অনেক বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শিক্ষকরূপে মান্য করিয়াছি, আমরা তাঁহার মতের চিরবিরোধী, কিন্তু গুণের অপলাপ করিতে পারি না, এই ক্ষণে আমরা আর কাহার সহিত বাদানুবাদ করিব, কলিকাতা নগর গৌড়ীয় ভাষার লেখক শূন্য হইল, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও ধর্ম্মসভার সম্পাদক হারা হইলেন, এতাদৃশ যোগ্য সম্পাদক আর কোথায় প্রাপ্ত হইবেন, আমরা অনুমান করি শ্রীরামপুরের সম্পাদক মহাশয়ও এবি

ষয়ে বিলাপ করিবেন, তিনিও চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমারদিগের যে সহযোগিত্ব সম্পর্ক ছিল তাহা গেল, এইক্ষণে আমরা ভবানী বাবুর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেইরূপ সম্মান করিব, এবং প্রার্থনা করি চন্দ্রিকা গ্রাহক মহাশয়েরা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সেই স্নেহ করেন যাহা ভবানী বাবুর প্রতি করিতেন, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু শোক যখন সহ্য করিতে পারিয়াছি তখন চন্দ্রিকা সম্পাদকের মৃত্যু শোকও সহ্য করিতে পারিব, চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় যে পথে গেলেন আমারদিগকেও এক দিন সেই পথে যাইতে হইবে, অতএব যে বিচ্ছেদের ভঙ্গ হইতে পারে না তজ্জন্য ব্যর্থ বিলাপে কায়ক্লেশ মাত্র, কিন্তু এই স্থলে বলিতে হইল সর্ব্বংসহা যে পৃথিবী তিনিও ভবানী বাবুর মৃত্যু শোকে অস্থিরা হইয়াছেন, উক্ত মহাশয়ের চিতা নির্ব্বাণ কালে হঠাৎ ভূমিকম্প দ্বারা জানাইলেন ভবানী বিরহ তাঁহারও অসহ্য জ্ঞান হইতেছে ইতি।

রসরাজ।

হা, কি বিলাপ জনক ঘটনা।

হে শোকনিধে, তোমার তরঙ্গে আতঙ্ক হইতেছে, হে

১২৫৪ বৎসর, তুমি কি যাই যাই কালে কালরূপ হইলে, তুমি আমারদিগের অনেক বন্ধু বিনাশ করিয়াছ, তাহাতেও কি তোমার সন্তোষ হয় নাই, গমন সময়ে কি আমারদিগের অর্থাৎ সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে বসিলে, আমরা তোমারদিগের ব্যবহারে ভীরু হই লাম, বাঙ্গলা সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য মান্যবর লেখক দক্ষ প্রাচীন সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন তাঁহাকে কি জন্য হঠাৎ গ্রাস করিয়া বসিলে, হে শোক স্থিরীকর, আমারদিগকে অস্থির করিয়া কি উপকৃত হইবা, চন্দ্রিকা সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কালভয় নিবারণার্থ গত রবিবারে ভাগীরথী ক্রোড়ে স্থান গ্রহণ করি য়াছেন, তিনি তোমাকে কি, তোমার ধর্ম্মরাজকে পর্য্যন্ত অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার কিছু করিতে পারি লে না, আমারদিগকে দুর্ব্বল পাইয়া কি তাঁহার জন্য যন্ত্রণা দিতে আসিয়াছ, আমরা যে সুস্থির হইতে পারি না, ভবানী বিরহ অহোরাত্র দেহ দাহ করিতেছে, হে মিত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়, আমারদিগকে শোকসাগরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া তুমি কোথায় গেলে, এই ঘোরতর যন্ত্রণা কালে দর্শন দানে হর্ষ কর।

প্রতি তুমি দিয়া ভার, পলাইলে ভবানীচরণ ।। কে আছে তোমার তুল্য, কে জানে বিদ্যার মূল্য, কে লিখিবে ভবানী চরণ। দেখিতে পাবনা আর, তব লিপি চমৎকার, দেখা দেও ভবানীচরণ ।। জীবনে যখন ছিলে, পরিচয় নাহি দিলে, মৃত্যুকালে ভবানীচরণ । তুমি শিবপুরে গিয়া, থাকিবে আশ্রয় নিয়া, হে,কৌশলি ভবানীচরণ ।। সভায় সভায় দেখা, ভালবাসি তব লেখা, দেখাবে কে ভবানীচরণ । আমরা চতুর নহি, মনোগত সত্য কহি, ধ্যান করি ভবানীচরণ ।। চরমেতে এই চাই, ভবানীচরণ পাই, দয়া কর ভবানীচরণ । কি হইল অকস্মাৎ, তুমি গেলে ভস্মসাৎ, কি কারণ ভবানী চরণ ।। আমরা বিরহে মরি, বল কি উপায় করি, কি হইবে ভবানীচরণ। চন্দ্রিকার শোভা আর, কলানিধি শুক্রবার, কে করিবে ভবানীচরণ ।। সেই দয়া যেন রয়, যাহে রিপু কুল ভয়, নাহি হয় ভবানীচরণ। কোন দিন যদি যাই, তবে যেন দেখা পাই, মনে থাকে ভবানীচরণ। ইতি—

সংবাদ প্রভাকর।

মৃত চন্দ্রিকা সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা শয়ের বয়স্ ৬০ বৎসর ৭ মাস ২২ দিবস হইয়া ছিল, মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে সুশীল ও সদ্‌গুণান্বিত হইলে তাঁহার মৃত্যুজন্য পৃথিবী শুদ্ধ লোক শোকযুক্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত, উক্ত মৃত মহাত্মা মৃত্যুতেই প্রমাণ হই

তেছে কেননা তাঁহার লোকান্তর গমনে মনুষ্য মাত্রেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, অপিচ পরনিন্দাকারি দুষ্টান্তঃকরণ দুঃশীল দাম্ভিক দুরাত্মাদিগের মৃত্যু লোকের পক্ষে খেদ জনক না হইয়া বরং সংপূর্ণরূপেই সন্তোষ জনক হই য়া থাকে। যাহার মরণে লোকের মনে শোকের সঞ্চার না হয় তাহার জীবনই মিথ্যা, নিন্দক কেবল জীবিতাবস্থায় আপনার বান্ধবদিগো ক্ষুব্ধ করে এমত নহে, কালের গ্রাসে পতিত হইয়াও তাঁহারদিগকে পূর্ব্ববৎ ক্ষুন্ন করিয়া থাকে, কেননা সে যত দিন জীবিত রহে ততদিন তাহার দুষ্কার্য্য জনিত দুর্নামে আত্মীয় লোকেরা দুঃখী হয়েন, এবং মৃত্যুর পর জন সমাজে তাহার দুর্ব্যবহার বিষয়ের যত অধিক আ ন্দোলন হয় ততই আবার স্বপক্ষের পক্ষে ক্ষোভের বিষয় হইতে থাকে, অতএব আমারদিগের সহযোগি সম্পাদকগণ শীলতা ও সদ্‌গুণাভরণে ভূষিত হইয়া সুনিয়মে কার্য্য সাধ নে অনুরাগী হউন, মৃত্যু অতি নিকট, দাম্ভিকতা এবং দুঃশীলতা পূর্ব্বক লোকের কুচ্ছ করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দিত হইবেন, এবং অবনী মণ্ডলে কোন ব্যক্তিকেই যথার্থ বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইবেন না।

৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা এই পত্র অবিকল প্রকাশ করিলাম।

"এই ভারতবর্ষের প্রধান হিতৈষি বন্ধু বিশ্ববিখ্যাত ৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান মাসের নবম

দিবসে প্রপঞ্চ শরীর পরিহার পুরঃসর পরলোকে গমন করাতে মানব মাত্রেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহারব করিতেছেন, কারণ জগদীশ্বর মনুষ্যকে যথার্থ মনুষ্যত্ব ভাবা পন্ন মনুষ্য রূপে প্রতিপন্ন করণ কারণ যে সকল সদ্গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনি একাকী তৎসমুদয় গুণাভরণে ভূষিত হইয়াছিলেন আমি বর্ণনা দ্বারা উক্ত মহাত্মার সকল গুণ ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারি না, ঐ মহাশয় স্বীয় সমুহ সদ্গুণ দ্বারা অবনীস্থ সমস্ত লোকের সমীপে জীবিত জনের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন। গত পরশ্ব বুধবার দিবসে যথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ পদ্ধতিক্রমে অতি সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছে, আমি সেই শ্রাদ্ধ সমাজে সমাগত হইয়া সম্মুখে সমুদয় দর্শনানন্তর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই য়াছি, ধার্ম্মিকবর রাজকৃষ্ণ বাবু আপনার পরমপূজ্য জগ মান্য পিতার প্রীত্যর্থ সম্ভবমত বিত্ত বিতরণে ত্রুটি করেন নাই প্রকৃত ধনির ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, দান, ভোজন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় প্রভৃতি শ্রাদ্ধের সকলাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, হায়! কি আক্ষেপ, যে চন্দ্রিকা সম্পাদক, ধর্ম্ম সভার প্রভাবে মহীপাল তুল্য মহাশয়দিগের শ্রাদ্ধ সমাজে উপবিষ্ট হইয়া সমুদয় বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, এইক্ষণে আমি তাঁহার শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া লেখনীকে ধারণ করিতেছি, ইহাঁর শ্রাদ্ধে সকল শ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধ হইল, তাহা বিবেচনা করি না, যাহা হউক অধুনা যদিও তাঁহার আসনের

যোগ্য ব্যক্তি দৃশ্য হয় না, তথাচ পুনঃ২ খেদ করিয়া কোন সদুপায় হইতে পারে না, এজন্য প্রবোধ দ্বারা অন্তঃকরণকে সান্ত্বনা করত প্রার্থনা করি, তাঁহার উত্তরাধিকারী মহাশয় স্বীয় স্বনামবিখ্যাত জনকের নামানুযায়ী যশোলাভ করুন"।

মাধব মালতীচ্ছন্দঃ।

কুম্ভের নবম দিবা দিনকর বার। কৃতান্ত বিকট দন্ত করিয়া বিস্তার।। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর সেই দুষ্ট দুরাচার। অবনীর মহারত্ন করিল সংহার।। মহাখেদ মর্ম্মভেদ ধার্ম্মিকের পক্ষে। অনিবার হাহাকার বারিধার চক্ষে।। অধরা হইল ধরা স্থিরা নাহি রয়। প্রিয়পুত্র শোকে দুঃখে কম্পিত হৃদয়।। কারণ না জেনে লোক ভূমিকম্প কয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয়।। হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি হয়।। ১ ।।

অনিবার অঙ্গীকার আজ্ঞার অদূর। প্রতিজ্ঞা পালন পথে প্রযত্ন প্রচুর।। সাহস সাহস ভরে ধর্ম্মধামে ধায়। বুঝে মর্ম্ম করে কর্ম্ম শর্ম্ম লাভ যায়।। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান হেতু ধর্ম্মসভা করি। শাসিল হরির বলে অরিরূপ করি।। দেব দেব মহাদেব ভবানীর বশ। দেবকুল অনুকূল গায় তাই যশ।। স্বধর্ম্ম সাধন কল্পে কিছু নাই ভয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয়।। হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি হয়।। ২ ।।

মানস মন্দির চারু ভাবরত্ন যথা। অনুরাগে অনুরাগ বাস করে তথা ॥ বোধ অস্ত্রে ক্রোধ হিংসা করিয়া ছেদন। অহিংসা পরমধর্ম্ম হৃদয়ে স্থাপন ॥ প্রতিক্ষণ প্রতিক্ষণ পর উপকার। শোভিত মনের গলে করুণার হার ॥ প্রণয় প্রণয়ভাবে বদ্ধ অহরহ। বিচ্ছেদ কেবল মাত্র বিচ্ছেদের সহ ॥ যাহার আদেশে দেশ দ্বেষ শূন্য রয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয় ॥ হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয় ॥ ৩ ॥

করিয়া রচনা সৃষ্টি সব রিষ্টি হরে। কর্ণপুরে বর্ণমেঘ মধু বৃষ্টি করে ॥ সে বর্ণে বিবর্ণ সদা অজ্ঞান আঁধার। সুবর্ণ জীবির হয় সুবর্ণ সঞ্চার ॥ বিধবা হইল সভা মরি মনোদুখে। বক্তৃতার গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে ॥. প্রতিশব্দ প্রীতিপূর্ণ সুধারস ভরা। বক্তৃ বিগলিত বাক্যে আর্দ্র হয় ধরা ॥ দিগ্‌ দশ ছুটে যশ দেয় পরিচয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয় ॥ হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয় ॥ ৪ ॥

সদা সদালাপযুক্ত বহু গুণ ধাম। শুভকর্ম্ম সম্পাদনে সম্পাদক নাম ॥ বিবিধ বিষয় রত্নে ভূষিতা চন্দ্রিকা। ভাবক চকোর গণ মানস রঞ্জিকা ॥ কুজন গঞ্জিকা বহু বিবাদ ভঞ্জিকা। জগৎ ব্যাপিকা এই চন্দ্রিকা পত্রিকা ॥ ভবানীচরণ চারু

চন্দ্রিকা প্রকাশে। সমভাবে রাত্রি দিন ধ্বান্তরাশি নাশে॥ ভবানীচরণ চারু চন্দ্রিকায় লয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয়। হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয় ॥ ৫ ॥

অতি নিষ্ঠ মিষ্টভাষী শিষ্ট সুভাজন। সমভুষ্ট কালীকৃষ্ণ ইষ্ট পরায়ণ॥ বাক্য মনে ঐক্য করি লক্ষ্য এক বটে। বিশ্ব রূপ দৃশ্যরূপ নয়ন নিকটে॥ নিরাকার সাকার সে বিফল বিচার। সাধকে সাধনা করে এক মাত্র সার॥ ভবানী ভবানী বাণী ভবানীর মুখে। ভাবিয়া ভবানী ভাব মুক্তি লাভ সুখে॥ শ্রীভবানী ভাবে ভব ভাবে ভবময়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয়॥ হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয় ॥ ৬ ॥

অবিশ্রান্ত রাধাকান্ত ভাব ভক্তি ভরে। ভগবতী ভবানীর গুণ গান করে॥ ইঙ্গিত প্রাপণ মাত্রে কিছু নাই ছল। করেন সমর সাজ অমর সকল॥ অবিরত প্রেম সূত্রে বদ্ধ দেব দল। বল বল বাহুবল ভবানীর বল॥ বিশেষতঃ দেবরাজ শিরো ধার্য্য করি। কাননে করেন সাবা পৃষভাষা হরি॥ ভূদেবের অনুচর দেব সমুদয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি, হয়॥ হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়। ভূলোকে এমন লোক, আর নাকি হয়॥ ৭॥ ইতি—

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

আমরা অত্যন্ত গভীর শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া তৎপ্রকটিকরণে সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে অস্মদাদির পরম মিত্র এতন্মহানগরস্থ কলুটোলা নিবাসী বিচক্ষণাগ্রগণ্য মান্যবর হিন্দুধর্ম্ম রক্ষক আদ্য ধর্ম্মসভা সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত কল্য বেলা সপ্ত ঘটিকার সময় সজ্ঞানে শ্রীশ্রী৺ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ৺ ভাগীরথী তীরে এতন্মায়াময় অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য ধাম গমন করিয়াছেন তন্মহাশয়ের বয়ঃক্রম ৬১ একষাইট বৎসর ৭ সাত মাস ২২ বাইশ দিবস হইয়াছিল উক্ত মহাত্মার পরলোক গমন বার্ত্তা শ্রবণে এমত অস্মদাদির অন্তর্ভেদ হইতেছে যে কাষ্ঠের লেখনী দ্বারা তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রথমতঃ সন ১২২৮ সালে সমাচার চন্দ্রিকা নামক সাপ্তাহিক পত্রের সৃর্জ্জন হয় তাহাতেই এতদ্দেশীয় ধার্ম্মিক মহাশয়দিগের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় সমাচার চন্দ্রিকা পত্রের গৌরব বৃদ্ধির উপক্রম হয় গ্রাহক মহাশয়দিগের অনুরাগ বৃদ্ধি দেখিয়া উক্ত মহাশয় প্রতি সপ্তাহে বারদ্বয় তৎপত্র প্রকাশারম্ভ করেন তদ্দৃষ্টে গ্রাহক শ্রেণী আরো উৎসাহী হইয়াছেন। ফলতঃ স্বধর্ম্ম রক্ষণে স্বর্গীয় মহাত্মার বিশেষ যত্ন ছিল এই কারণ " ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং " অর্থাৎ স্বধর্ম্মরক্ষণে যত্ন থাকাতে ধর্ম্মের জ্যোতিতে সম্মানের সহিত প্রায় সপ্তবিংশতি বৎসর চন্দ্রিকা

পত্র অবাধে নিরাপদে ধাৰ্ম্মিক পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছেন তাঁহার পত্রের পর কতং সমাচার পত্রের সর্জন ও বিসর্জ্জন দেখা গেল কিন্তু ধাৰ্ম্মিক গ্রাহকগণের কৃপাতে চন্দ্রিকা পত্রের ক্রমশ উন্নতিই দেখিতেছি স্বর্গীয় মহাশয় বহুদর্শী মিষ্টভাষী সদালাপী ও অতিসুলেখক ছিলেন নানা গ্রন্থ ও পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া বিস্তর দেশোপকার করিয়াছেন তত্তুল্য মনুষ্য আমরা আর কখনও দেখিতে পাইব না হা পরমেশ্বর আপনি সকলি করিতে পারেন দেশোপকারী লোক কি এদেশে রাখিবেন না ক্রমে সকলি নাশ করিলেন যাহা হউক এক্ষণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয় যে স্বর্গীয় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম ধাৰ্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি উপযুক্ত মনুষ্য তাঁহা হইতে হিন্দুধৰ্ম্ম রক্ষার প্রতি যত্ন ও দেশোপকারি বিষয় যেন তদ্রূপে নির্ব্বাহ হওনের ত্রুটি না হয় ইতি—

জ্ঞানদর্পণ।

আমরা পরম পরিতাপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত রবিবার প্রাতঃকালে চন্দ্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় হইতেই বঙ্গভাষার সমাচার পত্রের আদি সৃষ্টি হয়, প্রথমত কৌমুদী নামক এক পত্র সৃষ্টি করেন, তদুত্তর চন্দ্রিকা প্রকাশারম্ভ করিয়া সাধারণের

নিকট পরিচিত হইলেন, ক্রমে২ তাঁহার এমত অনুরাগ ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইল যে তাঁহার সদৃশ কোন সম্পাদকের মান সম্ভ্রমাদির বৃদ্ধি হয় নাই এবং তাঁহার তুল্য লেখক বর্ত্তমান সময়ে অত্যল্প দৃষ্ট হয়, বিশেষত চন্দ্রিকা পত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্ম দ্বারা তিনি যেরূপ ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন তাহাও অন্যান্য সম্পাদক দিগের অসাধ্য বলিতে হইবেক, তিনি মৃত্যু কালীন লক্ষ টাকার বিভব রাখিয়া গিয়াছেন, চন্দ্রিকা সম্পাদকের মৃত্যু সংবাদ যে প্রকার খেদ জনক হইয়াছে তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণন করা সুকঠিন, তবে সেই শোক বিস্মৃত হওয়ার বিষয় এই যে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতিসৎস্বভাবী মনুষ্য তিনি পিতার কর্ম্মে অনেক দিবসাবধি নিযুক্ত আছেন, এইক্ষণে ভরসা করি রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার পিতার ন্যায় সৎকর্ম্ম দ্বারা সাধারণকে সুখী করেন ইতি ।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ ।

বিলপনীয় মৃত্যু ।

সমাচার চন্দ্রিকা পত্র পাঠে আমরা শোকাকুল হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত পত্রের সম্পাদক বিদ্বদ্বর ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৯ ফাল্গুন ৺পতিত পাবনী ভাগীরথীর তীর নীরে এতন্মায়াময় দেহ সমর্পণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন । বাঙ্গলা পত্রের সম্পাদকবর্গের মধ্যে তিনিই পুরাতন ছিলেন এবং এতদ্দেশের উপকৃতি পক্ষে স্বীয়

ক্ষমতা ও অনেক পুস্তক রচনা ও ভাষান্তর ও মুদ্রিত করিয়াছেন এমত মহাত্মা পুরুষের পরলোক সংবাদ শ্রবণে কে না দুঃখিত হইবেন।

সাধুরঞ্জন।

৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, আমারদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রাচীন সম্পাদক চন্দ্রিকা প্রকাশক ৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুমূত্র রোগে অবসন্ন হইয়া গত দিবস প্রাতে শ্রীশ্রী৺ ত্রিদশ তরঙ্গিণী তীর নীরে জ্ঞান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, ঐ মহাশয় অতি সুবিখ্যাত, সুসভ্য, সুভাষী, সদালাপী, সুবক্তা, সুলেখক এবং বহুজনপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার তুল্য সর্ব্ব গুণান্বিত মনুষ্য প্রায় দৃশ্য হয় না, বাঙ্গালির মধ্যে তিনি সকলের অগ্রে বঙ্গভাষায় সমাচার পত্র প্রকটন পূর্ব্বক বঙ্গ দেশে সম্পাদক নাম ধারণ করেন, পরে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া ক্রমে সকলে সম্পাদকীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইতেছেন, ইঁহার রচনা দৃষ্টে অনেকে লেখক হইয়াছেন ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণে অনেকে বক্তা হইয়াছেন, ঐ মহাশয় অনেক বিষয়ে এদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, অতএব এমত বিশ্বমান্য সদাত্মা ব্যক্তির লোকান্তর গমনে মনুষ্য মাত্রেই ক্ষুব্ধ হইবেন। এইস্থলে আমরা চন্দ্রিকা সম্পাদ

কের সম্ভ্রম এবং খ্যাতির বিষয় অধিক কি লিখিব, অদ্যাপি পল্লীগ্রামের অনেক মনুষ্য সমাচার পত্র মাত্রকেই "চন্দ্রিকা,, নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়া ছিল, তিনি জীবিতাবস্থায় সম্ভ্রম পূর্ব্বক বিপুল বিত্ত উপার্জ্জন করত নিয়ত সৎকার্য্য ও পরোপকারে ব্যয় করিয়াছেন ইতি।

উক্ত ৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় কার্য্য নৈপুণ্যে সন্তুষ্টি পূর্ব্বক প্রধানং ইংরাজ যে সকল সুখ্যাতি পত্র অর্থাৎ " সার্টিফিকট " প্রদান করেন তাহা এই।

This is to certify that the Bearer Bhobanichurn Bannerjee, served me 11 years in the capacity of a Sircar.

21st Nov., 1814. J. DUCKETT.

This is to certify that Bhobanichurn Bannerjee, Assist. to Mr. Jadowin, has conducted himself for nearly 4 years to the satisfaction of his Dept. and as far as I can judge is a good and honest servant.

C. D'OYLY,
Collector of Custom.

15th July, 1820.

I certify that Bhobanichurn Bannerjee, has served Sir William Grant Keir, in the capacity of Sircar,

during the last five months. He has given very great satisfaction in every thing connected with his situation, and I believe him an honest, and trustworthy man. He was formerly Sircar to a Lady from whom he has good character for honesty and attention.

T. W. FRENCH,
Capt. & A. D. C. to Sir Wm. Grant Keir.
Fort William, 4th Dec., 1820.

This is to certify that Bhobanichurn Bannerjee, served me in the capacity of Sircar deligently and honestly and I recommend him as a most useful person. I part with him in consequence of my leaving Calcutta.

21st Dec. 1820. Geo. C. PONSONBY.
Fort, at Sir William Keir's Quarters.

Bhobanichurn Bannerjee, has been Sircar to Major Genl. Sir Wm. Grant Keir about seven years and has always given him great satisfaction since I have seen him, I have always found him very attentive.

ALX. CHAMBER,
A. D. C.

13th January, 1821,
Fort William.

These are to certify that Bhobanichurn Bannerjee, has served Sir Wm. Keir as Sircar for some time and to the best of my knowledge, I never knew him to act any other

ways than just and fair in his business and very reasonable in charges.

W. GOYDER,
Steward.

14th January, 1821.

This is to certify that the bearer Bhobanichurn Bannerjee, has served me in the capacity of Head Sircar and conducted himself with great deligence Zeal integrity and probity and also very much to my satisfaction. I have therefore very great pleasure in strongly recommending him to any Gentleman wanting a worthy honest and faithful Servant of this description.

W. GRANT KEIR,
Major General.

15th January 1821.

The Bearer of this Bhobanichurn Bannerjee, served the late Bishop of Calcutta, as a Sircar, he understands his business extremely well, and is a trusty and honest servant.

ELIZ: MIDDLETON,
I part with him in consequence
of my departure for England.

7th December, 1822.

This is to certify that the bearer Bhobanichurn Bannerjee,

was my banyan during the whole of the time. I was in this country, and I always found him honest and clever.

W. B. HAMILTON,

25th November, 1823.

The Bearer of this, Bhobanichurn Bannerjee, was employed by the late Lord Bishop of Calcutta, and was much respected and esteemed by his Lordship. He afterwards enjoyed the favour of the late Chief Justice, Sir H. Blopet, by whom he was held in no less esteem. He is a man of the highest character and respectability, and will not fail to Satisfy his Patron in every respect.

J. HAWTAYNE,
Don. Chaplain to the late Lord
Bishop of Calcutta.

25th Feb, 1824.

This is to certify that the Bearer Bhobanichurn Bannerjee, late Import Calculator and nominated to a situation in the new warehouse Establishment has served in the Custom House three years very much to my satisfaction and that he is a very active intelligent servant.

C. D'OYLEY,
Collector of Custom.

G. C. H. 14th July, 1825.

MIDLAND
SALT
CHOKIES
গোর্দ্দি মধ্যম নেমক চৌকী

W. R. JENNINGS, Actg. Supt.

এত্তত্তাহার শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকিএতবাসন্দ শ্রীযুত সাহেবান আলিসান বোর্ড কষ্টম সাল্ট অপিয়মের ১৮ জানুআরি তারিখের চিঠি মোতাবক তোমাকে এন্দ মধ্যম নমক চৌকীয়াতের সদর কাছারীর একটিং শিরিস্তা দারী কর্ম্মে মোকরর করিয়া লেখা যাইতেছে উচিত যে তুমি বরোক্ত কাছারীতে হাজির থাকিয়া হজম ও হুসিয়ারি পূর্ব্বক বদিয়ানত ও আমানত রাস্তী ছুরস্তিতে কাহারো তরফদারী ব্যতিরেকে চলিত আইন ও হুজুরের হুকুমানুসারে পূর্ব্বোক্ত ওহদার কার্য্য কর্ম্ম সরবরাহ ও আঞ্জাম করিবা আইন বহিভূর্ত কোন কর্ম্ম করহ জওয়াবদিহি আপন জিম্মা জানিবা ইতি ১৮২৬ সাল তারিখ ৩০ জানুআরি মোতাবকে সন ১২৩২ সাল তারিখ ১৮ মাঘ।

The bearer of this Baboo Bhobanichurn Bannerjee, *served* me as Sircar for 6 months. I have always found *him* an intelligent and well-mannered man he also served Bishop Heber in the same capacity who gave him an excellent character.

J. T

Lord Bishop of Calcutta.

Baugulpore, 21st. July 1828.

مهر ضلع ہوگلی

মহর কালেক্টরী জিলা হুগলি

সন ১২২৫

W. R. JENNINGS, Actg. Collector

۳۲۰ امیر نقل

عزت آثار بهو از چران سنه و جه بعاقیت باشند چون

بموجب حکم زود کاری امروز ۱۱ نشان شد کارخزانچی گری